২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন

স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০০৮

INTERNATIONAL YEAR OF SANITATION 2008

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

২৮ আশ্বিন ১৪১৫
১৩ অক্টোবর ২০০৮

জনগণের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রয়াসে **'২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন'** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে **'স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০০৮'** উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে স্যানিটেশন কর্মসূচি এখন সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এ আন্দোলন একদিকে যেমন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, অন্যদিকে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে। স্যানিটেশন আন্দোলনে সফলতা আনয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য আমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং এ আন্দোলনের সাথে জড়িত দেশের আপামর জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি স্যানিটেশন মাস উদযাপন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমি **'স্যানিটেশন মাস'** উদযাপনের সফলতা কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
এবং
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিগত বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০০৮ উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ মাসকে উপলক্ষ্য করে সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে গৃহীত নানামুখী কর্মসূচী জাতীয় স্যানিটেশন আন্দোলনকে আরও বেগবান করবে। ২০০৩ সালে যেখানে শতকরা মাত্র ৩৩ ভাগ পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করতো, পাঁচ বছরের ব্যবধানে ২০০৮ সালে তা শতকরা ৮৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে। সরকারী উদ্যোগের সাথে স্থানীয় সরকার প্রশাসন, উন্নয়ন সহযোগী এবং সর্বোপরি স্যানিটেশন আন্দোলনে জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার জন্য স্থানীয় সরকার প্রশাসনকে অগ্রণী ভূমিকা রাখার আহবান জানাচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কেবলমাত্র সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই জাতীয় স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও তা দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব।

সম্প্রতি সরকার সংস্কারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করেছে। ফলে এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতায় ও জনগণের অংশগ্রহণে স্যানিটেশনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আরও সহজতর হবে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা সার্বিকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আমি জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপনের সর্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল

প্রধান উপদেষ্টার স্পেশাল এ্যাসিস্ট্যান্ট
পরিবেশ ও বন এবং
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সুস্থ থাকার জন্য পরিচ্ছন্ন ও নির্মল পরিবেশ অপরিহার্য আর পরিচ্ছন্ন ও নির্মল পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা। স্যানিটেশন ব্যবস্থা বলতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মানুষ ও জীবজন্তুর মল ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন, তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ সমস্ত কিছুকেই বুঝিয়ে থাকে। জাতীয় স্যানিটেশন প্রচার অভিযান এবিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তাদের আচরণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'স্যানিটেশন মাস ২০০৮' উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের এ দেশকে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করে গড়ে তুলি। আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০০৮' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

রাজা দেবাশীষ রায়

বাংলাদেশে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনে সাফল্য ও সম্ভাবনা

মো: লোকমান হাকিম তালুকদার
যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন (MDG) লক্ষ্যমাত্রা ও জোহানসবার্গে অনুষ্ঠিত The World Summit for Sustainable Development (WSSD) ঘোষণার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার '২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন' নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মূলত: জাতিসংঘ ঘোষিত আটটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দু'টি, যথাক্রমে শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সরাসরি স্যানিটেশনের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া সার্বিক স্যানিটেশন অবস্থা উন্নয়ন সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০৩ সাল হতে সরকার ২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকারের সাথে এ আন্দোলনে শরিক হয়েছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, দাতা সংস্থা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, গণমাধ্যম ইত্যাদিসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বেসরকারী সংস্থার কর্মী এবং বিশেষভাবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ স্যানিটেশন আন্দোলনে যেভাব সম্পৃক্ত হয়েছেন তা শুধুমাত্র প্রশংসনীয় নয়, বরং অভাবনীয়ও বটে। তাঁদের এ সম্মিলিত প্রচেষ্টা স্যানিটেশন লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপক আশার সঞ্চার করেছে। বাস্তবে সকলের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে সূচিত সামাজিক আন্দোলন ও অব্যাহত অগ্রযাত্রা আজ প্রায় সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। মহানগর এলাকায় সিটি কর্পোরেশন, শহরাঞ্চলে পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও একইভাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। উপজেলা পর্যায়ে এডিপি থোক বরাদ্দের ২০% অর্থ স্যানিটেশন খাতে ব্যয়ে পদক্ষেপ গ্রামীণ স্যানিটেশন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণে এ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়েছে।

২০০৩ সালে পরিচালিত বেইজলাইন জরিপ মতে সারা দেশে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের হার ছিল মাত্র ৩৩.২১ ভাগ। সর্বশেষ জুন, ২০০৮ এ তা বেড়ে হয়েছে ৮৮.১২ ভাগ, অর্থাৎ ভিত্তি বছরের তুলনায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের হার বেড়েছে মোট ৫৪.৯০ ভাগ। গ্রাম এলাকায় এ বৃদ্ধির মোট হার প্রায় ৫৯.৪৫ ভাগ। স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট হতে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে ০৪টি জেলা ৫৫টি পৌরসভা, ১০৪টি উপজেলা এবং ১,৩২৫টি ইউনিয়ন শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শতভাগ স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের আরো বেশ কিছু পদক্ষেপ, যেমন: সবার জন্য নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পালন ইত্যাদি গ্রহণ করতে হবে।

স্বল্প সময়ে বাংলাদেশে স্যানিটেশন কাভারেজের অর্জিত সাফল্য উন্নয়ন সহযোগীসহ বিশেষভাবে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছে। এটা ভবিষ্যতে স্যানিটেশন কর্মকান্ড এগিয়ে নিতে আমাদেরকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করছে এবং অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। কিন্তু উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্যানিটেশন আন্দোলনের অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ক্ষেত্র বিশেষে, স্যানিটারি ল্যাট্রিন সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা এবং পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা তথা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাভ্যাস নিয়মিত অনুশীলনের অভাব সার্বিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বিঘ্নিত করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেকেই স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করার পরপরই অসচেতনতা বশত: ল্যাট্রিনের 'ওয়াটার সিল' ভেঙ্গে ফেলে। 'ওয়াটার সিল' ভেঙ্গে ফেলা হলে তাতে আর স্যানিটারি ল্যাট্রিনের মান বজায় থাকে না। কেননা 'ওয়াটার সিল' স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্যাগকৃত মলের সংস্পর্শে যেন মশা-মাছি বা পোকা-মাকড় না আসতে পারে এবং মল হতে যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়। 'ওয়াটার সিল' ভেঙ্গে ফেলা হলে ল্যাট্রিন স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। ফলে অনায়াসে মল হতে মশা-মাছি, পোকামাকড়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগজীবাণু বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সম্বন্ধে সকলের সঠিক ধারণা থাকা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর সাবান বা ছাই দিয়ে হাত পরিষ্কার করা, ল্যাট্রিনের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, ঘর-বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা,সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা, খাবার আগে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতার অভাব এখনো বিদ্যমান - যা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানোর পথে বড় অন্তরায়। যথাযথ স্বাস্থ্য আচার পালনের মাধ্যম পানি ও মলবাহিত রোগের প্রায় ৭০ ভাগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

জাতিসংঘ ২০০৮ সালকে আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বর্ষ ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী বছরের শুরু থেকেই স্যানিটেশন কেন্দ্রিক নানা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচী আমাদের স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক অবদান রাখছে। আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বর্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচী ও স্যানিটেশন মাস উদযাপন সকল এলাকার জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সাথে এ বছরের পালিত স্যানিটেশন মাস '২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন' এ সামাজিক আন্দোলনকে আরও বেগবান, গতিশীল ও ত্বরান্বিত করবে।

পাশাপাশি আমাদেরকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলোর প্রতিও বিশেষ নজর দিতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধার অভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ, পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। টেকসই স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা ব্যতীত পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সম্ভব নয়। সে বিবেচনায় ল্যাট্রিন স্থাপন স্যানিটেশনের পূর্বশর্ত হলেও স্যানিটেশন বলতে শুধুমাত্র ল্যাট্রিন স্থাপনকেই বোঝায় না। মৌলিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, হাত ধোয়ার অভ্যাস স্যানিটেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্যানিটেশন অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক অগ্রগতি সত্ত্বেও পানিবাহিত রোগের হারও সে অনুপাতে কমেনি। কারণ স্যানিটেশ কাভারেজ নিশ্চিত করতে ল্যাট্রিন স্থাপনের পাশাপাশি এর স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। পল্লী অঞ্চলে স্যানিটেশন অবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও শহরাঞ্চলে বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনগুলোর ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনে এখনো অনেক কিছু করার আছে। শহরাঞ্চলের স্যানিটেশন অবস্থার উন্নয়নে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন-এর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। পানির সুষ্ঠু বন্টন, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা জরুরী। সেটা নিশ্চিত হলে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পানি পাবে, যা স্যানিটেশন অবস্থার উন্নতি তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে আমাদেরকে পানির ক্ষেত্রে প্রতিদিন আরও ৩ লক্ষ মানুষের এবং স্যানিটেশন ক্ষেত্রে আরও ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, দেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থার কার্যকর উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা। দেশের বিভিন্ন এলাকার ভূ-জলীয় বৈশিষ্ট্য, বন্যা, জলাবদ্ধতা, স্থানীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় রেখে টেকসই, গ্রহণযোগ্য ও সহজলভ্য ল্যাট্রিন এবং পানি প্রযুক্তি উদ্ভাবনই হবে এ গবেষণার উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, দাতা সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের কার্যকর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভ্যাস গড়তে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা অপরিহার্য।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে স্যানিটেশন পরিস্থিতি পর্যালোচনায় সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করছে। এর অংশ হিসাবে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সংলাপ, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, স্টেকহোল্ডার সংলাপ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্যানিটেশন জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। এসব সংলাপে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার নিয়মিত সমন্বয়, ভাসমান ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য ল্যাট্রিন সুবিধা নিশ্চিত করা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সম্পৃক্ত করে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা বাড়ানো, সার্বিক স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ, সারা বাংলাদেশকে স্যানিটেশন সুবিধায় আনার জন্য পাহাড়ী ও দুর্গম এলাকায় স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা, চা বাগান এবং বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোতে বিশেষ নজর দেয়া ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ভৌগলিক বাস্তবতায় উপযোগী ল্যাট্রিন প্রযুক্তি উদ্ভাবন খুবই জরুরী, যা নিশ্চিত করে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জন অর্থাৎ সকলের জন্য স্যানিটেশন লক্ষ্যের স্বপ্ন অবশ্যই পূরণ সম্ভব হবে। এর মধ্যেই স্যানিটেশন মাস পালনের তাৎপর্য নিহিত।

২০০৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমাদের অর্জন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম-এ প্রসংশিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন আমাদের অর্জিত সাফল্যকে স্থায়ী করা এবং পাশাপাশি এখনও যারা স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাঁদেরকে স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগও গ্রহণ করতে হবে। আশা করা যায় বিগত সময়ের মত ভবিষ্যতেও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা লক্ষ্যে পৌছাতে সমর্থ হব। এই বিশাল কর্মকান্ড শুধুমাত্র সরকারের একার উদ্যোগে সফল করা সম্ভব নয়। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে সার্বিক স্যানিটেশন নিশ্চিত করার অভিযাত্রা ত্বরান্বিত ও সফল হতে পারে। ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে জাতি একটি স্বাস্থ্যবান, সুন্দর ও প্রাণবন্ত প্রজন্ম উপহার পাবে। এটাই হোক স্যানিটেশন মাসের প্রত্যাশা।

জাতীয় পর্যায়ে অক্টোবর মাসব্যাপী স্যানিটেশন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি

কর্মসূচি	আয়োজন স্থল	তারিখ
জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০০৮-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান	ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা	১৩ অক্টোবর ২০০৮
বিশ্ব হাতধোয়া দিবস (গ্লোবাল হ্যান্ড ওয়াশিং ডে)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা	১৫ অক্টোবর ২০০৮
স্যানিটেশন মিডিয়া কনফারেন্স	জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা	১৭ অক্টোবর ২০০৮
পারস্পরিক শিক্ষণ কর্মসূচির জাতীয় কর্মশালা	হোটেল শেরাটন, ঢাকা	৩০ অক্টোবর ২০০৮

জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর-২০০৮ উদযাপনের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক কর্মসূচি

কর্মসূচি	আয়োজনের পর্যায়	অংশগ্রহণকারী
জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০০৮ উপলক্ষে স্যানিটেশন কর্মশালা	বিভাগীয় পর্যায়ে	বিভাগীয় ও জেলা স্যানিটেশন টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ
গণ জমায়েত, র‌্যালী ও কর্মশালা	সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা ব্যতিত), জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে	স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ;; স্কাউট/গার্লস গাইড, রেডক্রিসেন্ট; সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন/ ক্লাব; বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ; এনজিও কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ; সাংবাদিক; আনসার ভিডিপি; ব্যক্তিগত ও বেসরকারী পর্যায়ে ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী
মাসব্যাপি প্রচার কার্যক্রম (মাইকিং, পোস্টারিং, সেমিনার ও আলোচনা সভা ইত্যাদি)	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে	এলাকাবাসী; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ; স্কাউট/গার্লস গাইড, রেডক্রিসেন্ট; সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন/ ক্লাব; বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ; এনজিও কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ; সাংবাদিক; আনসার ভিডিপি
বিশ্ব হাতধোয়া দিবস (গ্লোবাল হ্যান্ড ওয়াশিং ডে)	বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে	স্থানিয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, এলাকাবাসী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সাংবাদিক, এনজিও কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ
তৃণমূল পর্যায়ে আলোচনা	বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম ও বস্তি পর্যায়ে	বিভিন্ন পর্যায়ের তৃণমূল লোকজন, অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠি, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ
সাপ্তাহিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মনিটরিং সভা	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে	টাস্কফোর্স সদস্যবৃন্দ
সমাপনী অনুষ্ঠান (স্যানিটেশন মাস উদযাপন সমাপনি অনুষ্ঠানের জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গণজামায়েত করা)।	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে	স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ; স্কাউট/ গার্লস গাইড, রেডক্রিসেন্ট; সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন/ ক্লাব; বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ; এনজিও কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ; সাংবাদিক; আনসার ভিডিপি; ব্যক্তিগত ও বেসরকারী পর্যায়ে ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী

*** ইউনিয়ন টাস্কফোর্স উপজেলা টাস্কফোর্সের কাছে এবং উপজেলা টাস্কফোর্স ও জেলা টাস্কফোর্স জাতীয় পর্যায়ে স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েটের মাধ্যমে স্যানিটেশন টাস্কফোর্সের কাছে স্যানিটেশন বিষয়ক কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রদান করবে**

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৮ আশ্বিন ১৪১৫
১৩ অক্টোবর ২০০৮

জনগণের দৈহিক সুস্থতা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের অঙ্গীকার নিয়ে 'স্যানিটেশন মাস, অক্টোবর ২০০৮' পালন করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে বিশেষতঃ দারিদ্র্য বিমোচন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, রোগ প্রতিরোধ ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে স্যানিটেশন কার্যক্রমের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। আমি আশা করি, স্যানিটেশন মাসের কর্মসূচি জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও সজাগ ও সচেতন করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। ২০১০ সালের মধ্যে সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নিশ্চিত করার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার জন্য আমি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস, অক্টোবর ২০০৮'-এর সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ফখরুদ্দীন আহমদ

উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এবং
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১৫ সনের মধ্যে অর্জনের জন্য যে ৮টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) চিহ্নিত করেছে তার চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রাটি হচ্ছে শিশু মৃত্যুহার কমানো। শিশু মৃত্যুহার কমানোর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে খাবার আগে দু'হাত সাবান দিয়ে ধোয়া এবং ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর সাবান অথবা ছাই দিয়ে দু'হাত ধোয়ার কোনো বিকল্প নাই।

বাংলাদেশে ৫ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী দু'টি প্রধান ঘাতক রোগ হচ্ছে - নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া। বিশ্বব্যাপী আজ স্বীকৃত যে, কেবল সঠিকভাবে দু'হাত ধোয়ার মাধ্যমেই প্রায় ৫০ শতাংশ নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়া বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত জরুরি। এর সাথে প্রয়োজন স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং নিরাপদ পানি পান ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা।

২০০৮ সন আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ বছরকে জাতিসংঘ **'আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বর্ষ'** হিসেবে ঘোষণা করেছে। আর এ বছরই বাংলাদেশ সরকার **'জাতীয় হাত ধোয়া প্রচার অভিযান'** শুরু করেছে এবং বিশ্বের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ১৫ অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপন করছে।

স্যানিটেশন মাস অক্টোবর –২০০৮ মানুষের মধ্যে স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলে মানুষের আচরণগত পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। ২০১০ সালের মধ্যে আমরা শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে MDG - এর ৪র্থ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবো, এ হোক আজকের দিনের প্রতিজ্ঞা। স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০০৮ সফল হোক।

ড. এ এম এম শওকত আলী

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে '২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন' লক্ষ্যমাত্রা অন্যতম। বাংলাদেশ স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। দেশে ২০০৩ সালে যেখানে শতকরা ৩৩ ভাগ পরিবর স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করত সেখানে এখন শতকরা ৮৮ ভাগ পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে। এ অর্জনকে সু-সংহত করার জন্য 'স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০০৮' উদযাপন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুসারে সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার **'২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন'** লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে জাতীয় পর্যায়ে গড়ে তুলেছে স্যানিটেশন আন্দোলন। এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, এ আন্দোলনকে সফল করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের সাথে একযোগে কাজ করছে। স্যানিটেশন আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের মতামতকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথ উদ্যোগ স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার সাধন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যান্য কার্যক্রমের মত স্যানিটেশন কার্যক্রমও লক্ষ্য অর্জনে সফলতা লাভ করবে বলে আশা করছি।

জাতীয় স্যানিটেশন আন্দোলনের অংশ হিসেবে ষষ্ঠ বারের মত **'স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০০৮'** উদযাপিত হচ্ছে। আমি আশা করছি এ আন্দোলনে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ কাংখিত সফলতা এনে দেবে।

শেখ খুরশীদ আলম

মিডিয়া এ্যান্ড কমিউনিকেশন কমিটি, জাতীয় স্যানিটেশন টাস্কফোর্স, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতায় : ডিপিএইচই, unicef, World Health Organization Country Office For Bangladesh, wsp water and sanitation program, WaterAid Bangladesh, Plan, NGO FORUM